দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 2 AUG 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...1...

030

শিক্ষাঙ্গন

বুয়েটে সেশনজট নিরসনে বিকল্প ব্যবস্থা

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চতর কারিগরী শিক্ষাক্ষেত্রে একটি শ্রেষ্ঠ ও অন্যতম বিদ্যাপীঠ হওয়া সত্ত্বেও দেশের অন্যান্য সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় সেশনজটের মত মারাত্মক সমস্যায় জর্জরিত। উল্লেখ্য, বুয়েটের ১৯৮৬-৮৭ ইং সেশনের প্রথমবর্ষের ক্লাস এখনো শুরু হয়নি। অথচ উক্ত ব্যাচের ক্লাস বুয়েট কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৮৭ ইং সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে কর্তৃপক্ষ গৃহীত এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত না করে বাতিল করে দেন। পরবর্তীতে এর কারণস্বরূপ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা অনুপাতে শিক্ষক, ক্লাস রুম, ল্যাবরেটরী, বই-পুস্তক, আবাসিক সংকট ও পরীক্ষাগারে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের সমস্যার কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া দেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অবস্থা ও পরিস্থিতির মুখে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে ও বুয়েট কর্তৃপক্ষ ১৯৮৬-৮৭ সেশনের ক্লাস নিতে পারেননি। এই অনাকাঙ্ক্ষিত সেশনজটের ফলে একদিকে যেমন উক্ত ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীরা মানসিক যন্ত্রণা ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে তেমনি অন্যদিকে মূল্যবান শিক্ষাবছর হারিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে তারা স্ব-স্ব লেখাপড়ার ভবিষ্যতের কথা ভেবে হতাশায় ভুগছে। এভাবে বিভিন্ন কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ক্লাস শুরু করা সম্ভব হচ্ছে না বলে শিক্ষাবর্ষ পিছিয়ে যাচ্ছে এবং সেশনজট ক্রমেই প্রকট হচ্ছে। অবশেষে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজমান সেশনজট নিরসনে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে সম্প্রতি বুয়েট কর্তৃপক্ষ সর্বসম্মতিক্রমে ১৯৮৬-৮৭ ও ১৯৮৭-৮৮ ইং সেশনের দুই ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস একসাথে শুরু করার যে প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তা ছাত্র-ছাত্রীদের তা ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবক মহলে আশা, উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে। কারণ দুই ব্যাচ একত্রীকরণের ফলে ১৯৮৬-৮৭ সেশনের ছাত্র-ছাত্রীদের তাদের জুনিয়র ব্যাচ ১৯৮৭-৮৮ সেশনের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে একসাথে ক্লাস করতে হবে। ফলে ক্লাস রুমের স্বল্পতা, শিক্ষকের অভাব, ল্যাবরেটরী সংকট, বই-পুস্তকের অপ্রতুলতা প্রভৃতি সমস্যা দেখা দিতে পারে। অবশ্য দুই ব্যাচের ক্লাস একসাথে শুরু হলে শিক্ষক, ক্লাস রুম, ল্যাবরেটরী, সরঞ্জামাদি ও বই-এর যে সমস্যা দেখা দিবে তা বুয়েট কর্তৃপক্ষই সময়োপযোগী সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে সহজভাবে সমাধান করতে পারেন। তাছাড়া দুই ব্যাচ একত্রীকরণের সাথে সাথে অতিসত্বর ক্লাস শুরু করা সম্ভব হলে বুয়েট থেকে সেশনজটের মত অনাকাঙ্ক্ষিত মারাত্মক ব্যধি দূর হওয়ার পাশাপাশি ভবিষ্যতে অত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিটি ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীরা নির্ধারিত চার বছরে কোর্স সম্পন্ন করে বের হতে পারবে। নিঃসন্দেহে এটি আমাদের সমগ্র দেশ ও জাতির উপর শুভ প্রভাব ফেলতে সক্ষম হবে। 'বুয়েট সেশনজটের কবল থেকে মুক্তি হোক'— তা সকলেরই কাম্য। তবে সেশনজটের মত একটি মারাত্মক সমস্যাকে দূর করতে বুয়েট কর্তৃপক্ষকে যে বাড়তি কিছু অসুবিধা ও ঝামেলা পোহাতে হবে তা বলাই বাহুল্য, কেননা দুই ব্যাচ একত্রীকরণে অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে সিনিয়রিটি, বিদেশে বৃত্তিপ্রাপ্তি, ভবিষ্যত চাকুরি ক্ষেত্র ও স্কলারশীপ জটিলতা অন্যতম। তাছাড়া একই সাথে দুই ব্যাচের হাজারোর্ধ ছাত্র-ছাত্রীর স্বল্পসংখ্যক শিক্ষক দ্বারা সেশনের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে শিক্ষা প্রদান করাও দুরূহ ব্যাপার। সর্বোপরি সেশনজট নিরসনে গ্রহণযোগ্য বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে ১৯৮৬-৮৭ ও ১৯৮৭-৮৮ সেশনের দুটো ব্যাচকে একত্রীকরণের জন্য বুয়েট কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে— যা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে লেখাপড়ার আগ্রহ সৃষ্টি করবে এবং সেশনজটের মত একটি অবাঞ্ছিত ব্যাপারকে চিরদিনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় তথা শিক্ষার পবিত্র অঙ্গন থেকে দূরীভূত করতে সক্ষম হবে। অতএব, নির্ধারিত সময়ে সেশন সম্পন্ন করার অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বুয়েট কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট মহল সচেষ্ট হবেন বলে দেশবাসীর প্রত্যাশা।

—মুহাম্মদ আব্দুল মুনিম খান (নোমান)